যুগান্তর

তারিখ 31 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গঠনতন্ত্রের তোয়াক্কা করছে না কেউ • মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি • কোন কোন শাখার কাউন্সিল হচ্ছে না বছরের পর বছর

ছাত্রলীগের 'চেইন অব কমান্ড' ভেঙে পড়েছে

যুগান্তর রিপোর্ট

ভেঙে পড়েছে ছাত্রলীগের 'চেইন অব কমান্ড'। দীর্ঘদিন বিভিন্ন শাখার নেতৃত্বে পরিবর্তন না হওয়ায় এখন সবাই-ই নেতা, কেউ কর্মী নন। কেউ শুনছে না কারও কথা। আর এ কারণে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শহরে ছাত্রলীগের মাধ্যমে নানা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তা থামাতে পারেনি। হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড বা সরকারেরও শীর্ষপর্যায় থেকে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, দীর্ঘ প্রায় এক বছর পর শুক্রবার অনুষ্ঠিত সংগঠনের বর্ধিত সভায়ও এসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এতে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত হন শীর্ষ দু'নেতা। এমনকি বিষয়গুলো নিয়ে সভায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি ছড়িয়ে পড়ে এবং তুমুল হৈচৈ হয়। অধিকাংশ বক্তা ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল কমিটিগুলো ঘোষণাসহ মেয়াদোত্তীর্ণ জেলা কমিটিগুলো গঠনের জোর দাবি জানান। একটি সূত্র জানিয়েছে, আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও পুনর্মিলনী রয়েছে। ওইদিন কোন চমকও থাকতে পারে।

পড়েছে : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৩

পড়েছে : ভেঙে

ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি দু'বছর এবং জেলা শাখার কমিটির মেয়াদ এক বছর। সংগঠনটির বর্তমানে মোট ৮৭টি জেলা শাখা রয়েছে। সর্বশেষ ২০০৬ সালের ৩ এপ্রিল কাউন্সিলে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে মাহমুদ হাসান রিপনকে সভাপতি এবং মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটনকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি হবে ২০১ সদস্যের। কিন্তু খোদ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপনই স্বীকার করেছেন, বর্তমান সদস্য ২৫১ জন। আর জুনিয়র নেতাদের দাবি হচ্ছে, এই সদস্য সংখ্যা ৪শ'র বেশি। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সামলানো এবং সবাইকে খুশি করতে গঠনতন্ত্রের বাইরে কমিটি গঠিত হয়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। আর এই 'আনলিমিটেড' সদস্য সংখ্যার কমিটি করার কারণে গঠনতন্ত্রের বাইরে এমনকি একই ব্যক্তিকে দুটি পদ পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। গঠনতন্ত্রে ৬টি সহ-সভাপতির পদ থাকলেও ৪০-এর ওপর রয়েছেন সহ-সভাপতি। ছাত্রলীগ সূত্র জানায়, ২০১, ২৫০ বা চার শতাধিক যা-ই হোক, ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনা জানেন কমিটি ১৬৭ সদস্যের।

আগামী এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বর্তমান কমিটির মেয়াদ ৩ বছর পূর্ণ হবে। কিন্তু এই কমিটি এখন পর্যন্ত একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ছাড়া আর কোন জেলা শাখার কমিটি গঠন করতে পারেনি। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ছাত্রলীগের বিগত লিয়াকত-বাবু কমিটি ৬৫টি জেলা শাখা গঠন করে গেছে। ওইসব কমিটির বয়সও ২ বছর পার হয়ে কোন কোনটি প্রায় ৪ বছর পর্যন্ত হয়েছে। বাকি যে ২২টি কমিটি রয়েছে, সেগুলোর বয়স সর্বনিম্ন ৫ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত হয়েছে।

৮৭টি জেলার মধ্যে এক নম্বরে ধরা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখাকে। ২০০৬ সালের ১১ অক্টোবর শেখ সোহেল রানা টিপুকে সভাপতি ও সাজ্জাদ সাকিব বাদশাহ মিয়াকে সাধারণ সম্পাদক করে ওই কমিটি ঘোষণা করা হয়। এছাড়া জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মহানগরী উত্তর ও দক্ষিণ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম মহানগর উত্তর ও দক্ষিণসহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শাখাকে সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে বিবেচিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ ১৪টি শাখার ১৩টিরই মেয়াদ সর্বোচ্চ ১২ বছর থেকে সর্বনিম্ন ৪ বছর হয়েছে বলে জানা যায়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কমিটি গঠিত হয়েছে ২০০৩ সালে। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এসব কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা প্রায় ২ বছর ধরে ক্যাম্পাসেই যাচ্ছেন না। এসব শাখার মধ্যে অনেকগুলোরই কমিটি পূর্ণাঙ্গ নেই। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ৫ সদস্য নিয়েই (সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সিনিয়র সহ-সভাপতি, যুগ্ম সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক) কাটিয়ে দিয়েছে ৫ বছর। আজ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ কমিটি হয়নি। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উভয়ের বয়স প্রায় ৩৫ বছর। সভাপতি কামরুল হাসান রিপন তো বয়স বেশি হওয়ায় কেন্দ্রীয় সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করতে পারেননি। আর সাধারণ সম্পাদক গাজী আবু সাঈদ হার্টের রোগী হওয়ায় ক্যাম্পাসে অনুপস্থিত। এ সুযোগে মোট ছয়টি গ্রুপ সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে জেলা শাখাগুলোর অবস্থা আরও করুণ। চট্টগ্রামের একটি জেলা শাখার কমিটির বয়স ১২ বছর বলে জানা গেছে। আর নতুন ঢাকার একটি থানা কমিটির বয়স ১০ বছর। বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলের একটি জেলা সভাপতির বয়স ৪৮ বছর। ঢাকা মহানগরের দু'কমিটির মেয়াদ ইতিমধ্যে ৭ বছর পার হয়েছে। মহানগর দক্ষিণ শাখার সাধারণ সম্পাদক একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি। সর্বশেষ ২০০২ সালে হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল কমিটির সম্মেলন। মূলত অধিকাংশ জেলা শাখার অধিকাংশ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা গত ৭ বছরের অধিকাংশ সময়ই রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন না। ওই সময়ে তাদের কেউ কেউ বিয়ে করে সংসারী, চাকরি এবং ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন।

নেতাকর্মীরা জানান, এক বছরের কমিটি এভাবে বছরের পর বছর কার্যকর থাকায় নেতৃত্ব সৃষ্টি হচ্ছে না। উঠতি, তরুণ এবং প্রতিশ্রুতিশীল নেতারা হতাশার পাশাপাশি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। ক্ষমতায় আসার জন্য অনেকে নতুন করে তৎপর হয়ে ঠিকাদারিসহ নানা ব্যবসা খোলার চেষ্টা করছেন। যে কারণে বিভিন্ন ভবনে অনেকেরই যাতায়াত দেখা যাচ্ছে। সূত্র জানিয়েছে, কোন নেতা কোন ভবনে যাচ্ছেন এবং কি করছেন— এসব বিষয় দলীয় সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছেও গোয়েন্দা সংস্থা রিপোর্ট করছে নিয়মিত।

সংগঠনে বিরাজমান অবস্থা এবং জেলা কমিটিগুলোর মেয়াদ ও নেতাকর্মীদের হতাশা নিয়ে ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপনের সঙ্গে একাধিকবার কথা হয় এ প্রতিনিধির। তিনি এসব পরিস্থিতির কথা স্বীকার করে বলেন, গত জুন মাসকে তারা সাংগঠনিক কার্যক্রমের মাস হিসেবে নিয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালীন জাতীয় পরিস্থিতির কারণে তারা এগোতে পারেননি।

সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন বলেন, সংগঠনের বিভিন্ন শাখার ব্যাপারে নেতাকর্মীদের বক্তব্য রয়েছে সত্যি। তবে এটাও সত্যি, গত দু'বছর রাজনীতিই ছিল না। তার আগে বিএনপি-জামায়াতের দুঃশাসনের কারণে নেতাকর্মীরা জেলখানা আর রাজপথে কাটিয়েছেন। তারা কাজ তেমনটা আগাতে পারেননি। তিনি বলেন, শিগগিরই এ ব্যাপারে বিস্তারিত কর্মপন্থা নির্ধারণ করে তারা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়বেন।

বর্ধিত সভা.

এদিকে শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে প্রায় ৩ ঘণ্টাব্যাপী বিশেষ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। মূলত আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও পুনর্মিলনী সফল করাকে সামনে রেখে সভা ডাকা হলেও এটি শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সভায়। অগঠনতান্ত্রিক কলেবরের কেন্দ্রীয় কমিটি, ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ঢাবি'র হলসহ বিভিন্ন জেলা কমিটি গঠন, মহানগর উত্তর-দক্ষিণ ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠন শক্তিশালী, সংগঠনের ওয়েবসাইট খোলা, পুনর্মিলনীর জন্য স্বচ্ছভাবে নানা উপকমিটি গঠন, সংগঠনে চেইন অব কমান্ড প্রতিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনাসহ নানা বিষয় ও দাবি উত্থাপিত হয়। শীর্ষ দু'নেতা নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত হন। সূত্র জানায়, দু'নেতা সবার কথা শুনে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার আশ্বাস দেন।